নির্মাতাদের দ্বীপ

(শিশু ও বয়স্কদের জন্য)

[সৃজনশীল চিন্তা গবেষণাএবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও আকীদাবিষয়ক শিক্ষণীয় গল্প]

মূল

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

ভাষান্তর

মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর

মো: আতাউর রহমান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

নির্মাতাদের দ্বীপ (শিশু ও বয়স্কদের জন্য)

মূল : আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

ভাষান্তর : মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর
মোঃ আতাউর রহমান

ISBN
984-70103-0017-7

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৬
মহররম ১৪৩০
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাসা # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স: (০২) ৮৯৫০২২৭
E - mail : biit_org@yahoo.com, Website:www.iiitbd.org

মূল্য
১২০.০০ টাকা US $ 10
মুদ্রণ
আহমদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

Nirmatader Dip (Builders' Island: for Children and Adolescents) Bengali Version of the book Translated into Bengali by Dr. Mohammad Anwarul Kabir Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 02-8950227 E-mail: biit_org@yahoo.com, Website: www.iiitbd.org. Price : Tk. 120.00 US $ 10

সূচি

	ভূমিকা	
১.	হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা আক্রমণ	০৭
২.	পেঁচা মোরগকে মুক্তকরণ	০৯
৩.	একটিমাত্র ভাবনায় উপত্যকার অবস্থা পরিবর্তন	১২
৪.	দুষ্ট প্রাণীদের ওপর শান্ত প্রাণীদের বিজয়	১৭
৫.	শান্ত প্রাণীদের প্রতিরোধমূলক শক্তির ব্যবস্থাকরণ	১৯
৬.	জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থাকরণ	২৪
৭.	খাদ্য উৎপাদনে শান্ত প্রাণীদের পরিকল্পনা গ্রহণ	২৭
৮.	যোগাযোগের নিরাপত্তা ও শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহকরণ	৩০
৯.	শান্ত প্রাণীদের প্রশাসনিক পরিকল্পনা গ্রহণ	৩৩
১০.	পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কার্য সম্পাদন	৩৮
১১.	ন্যায় বিচার রাজত্বের মূলভিত্তি	৪২
১২.	উপত্যকার ফ্যাসাদ, মোরগের খাঁচায় শিয়াল	৪৬
১৩.	শিয়ালের ওপর অপচ্ছায়ার আক্রমণ	৫০
১৪.	সঠিক নির্বাচন শক্তি ও মৈত্রির উৎস	৫৭
১৫.	পরিবারই সমাজ গঠনের মূলভিত্তি	৬০
১৬.	ভ্রাতৃত্বের অধিকার	৬৬
১৭.	সকলের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণ	৭১
১৮.	অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ বুদ্ধিমানের কাজ	৭৩
১৯.	কাঁটা গোলাপ নয়	৮০
২০.	গাধার মাথা থেকে কাঠবিড়ালীর রক্তপ্রবাহকরণ	৮৪
২১.	শান্ত প্রাণীদের ফলমূল এবং মিষ্টিমধু পছন্দকরণ	৯০
২২.	সাহসী বুদ্ধিমান ঘোড়া	৯৯
২৩.	শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা নিবাসের নির্মাতা	১০৫
২৪.	ভেড়ার তত্ত্বাবধানে নেকড়ে বাঘ	১১১
২৫.	অন্ধ এবং বধির	১২৩
২৬.	হাড়ি-পাতিলের জন্য তিন পায়ার প্রয়োজন	১৩২
২৭.	পরিসমাপ্তি	১৪৫

ভূমিকা

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি হয়তো হাকীম *বাদাবার* 'কালীনা ও দিমনা' নামক বইয়ের কথা শুনেছেন। এ বইতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মানবিক প্রজ্ঞা এবং সামাজিক শিক্ষণীয় চমৎকার গল্পসমূহ উপস্থাপন করেছেন। তাতে রয়েছে ছোটদের জন্য আত্মিক, মানসিক পরিতৃপ্তি ও আনন্দদায়ক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং বড়দের জন্য রয়েছে চিন্তা গবেষণামূলক আকর্ষণীয় সমৃদ্ধশালী গল্পসমূহের উপহার।

আর আমরা আমাদের এ বইখানায় দার্শনিক হাকীম *বাইদাবার* পদ্ধতি অনুসরণমূলক সামাজিক শিক্ষণীয় চমৎকার কিছু গল্প উপস্থাপন করেছি। যার নাম দিয়েছি (জাযিরাতুল বান্নায়ীন) বা 'নির্মাতাদের দ্বীপ'। হাকীম বাইদাবা বলেন, অতি প্রাচীনকালে হিন্দের সিন্ধুপ্রদেশে সূর্যাস্তের রক্তিম পশ্চিম আকাশের বিপরীতে চন্দ্র উদয়স্থলের দূর দিগন্তে প্রশান্ত মহাসাগরে ছিল একটি সুবিশাল দ্বীপ। যার ঊর্ধ্ব আকাশ ছিল শ্বেতসিক্ত মেঘমালায় ঢাকা আর নিম্নভূমি ছিল আকাশচুম্বী সুউচ্চ পর্বতমালা, তাতে ছিল দৃশ্য নজর কাড়া গাছপালা আর লতাপাতাসমৃদ্ধ অপূর্ব ও বিস্ময়কর সবুজ হরিৎ উপত্যকা। সেখানের সুদর্শন গাছপালা আর সুকেশ লতাপাতাগুলো ছিল সুস্বাদু ফলমূলবিশিষ্ট আর সেখানে ছিল সুন্দর ও সুদৃশ্য বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন্য প্রাণীগুলি সেখানে ফলমূল আর সুমিষ্টি জলধারায় নিরাপদে ও শান্তিতে জীবনযাপন করত। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাদের সেই শান্ত ও সুখী জীবন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তাদের জীবনে নেমে আসল নিকৃষ্টতম অধ্যায়। পরিবর্তন হয়ে গেল উপত্যকার চিত্র। পরিত্যক্ত আর কোলাহলের রূপ নিল সবুজ শ্যামল উপত্যকার সুকেশ ও সুদর্শন, শান্তশিষ্ট বন্যপ্রাণীর চারণভূমি। সুমিষ্ট আর সুস্বাদু ফল গাছের ডালে আর লতাপাতায় শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে পড়ে থাকল। নানা ধরনের ফলমূল আর সবুজ হরিৎ ঘাস ও লতাপাতার পচা দুর্গন্ধে ভারী হয়ে উঠল উপত্যকার মৃদুমন্দ বাতাস। সুমিষ্ট আর সুস্বাদু পানির ঝর্ণাধারা তার আপন বেগে ছুটে চলল অশান্ত সাগরের লোনা পানির সন্ধানে। সেখানে ছিল না পানি ও তৃষ্ণা নিবারণ করার কোন শান্ত প্রাণী।

॥ ১ ॥

হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা আক্রমণ

সুপ্রিয় পাঠক, সবুজ হরিৎ সেই উপত্যকায় এহেন পরিস্থিতির কারণ হচ্ছে- সেখানে যে ভদ্র, শান্তশিষ্ট প্রাণীগুলো সুস্বাদু ফলমূল, দানাদার বীচি, ঘাস ও সুমিষ্ট লতাপাতা খেয়ে আর শীতল ঝর্ণাধারার মিষ্টি পানি পান করে জীবনধারণ করত তারা সাধারণত অন্যের ওপর আক্রমণ, সীমালঙ্ঘন, হত্যা ও রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি পছন্দ করত না। ভালো ও পবিত্র খাবার ছাড়া নিকৃষ্ট, অপবিত্র ও অনুপযুক্ত খাবার তারা গ্রহণ করত না। এরা উপত্যকার সবুজ হরিৎ গাছের ডালে, সবুজ লতাপাতার ঝোপ ঝাড়ে এবং সুন্দর চকচকে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নির্দ্বিধায়, নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে অবাধ বিচরণ ও জীবনযাপন করত। কিন্তু কালক্রমে তাদের জীবনে নেমে আসল ইতিহাসের কালো অধ্যায়। এদের সেই সুখী ও শান্তির জীবন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। এক সময় সেই ভদ্র, শান্তশিষ্ট প্রাণীগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে অস্থির হয়ে পড়ল। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মোরগ, কবুতরসহ সকল ভদ্র ও শান্তশিষ্ট প্রাণীগুলো তাদের সাধ্যানুযায়ী তল্পিতল্পাসহ নিরাপদে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কারণ কালের আবর্তনে, ভাগ্যের পরিহাসে সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশ এবং অজানা গভীর সাগরের উপকূল থেকে এমন কিছু ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীর বিচরণ উপত্যকায় শুরু করল যাদের ছিল ক্ষুরের ন্যায় প্রখর নখর আর ইস্পাতের ন্যায় শক্ত ও ধারাল দাঁত। সেই নখর আর দাঁত দিয়ে তারা অন্যের ওপর আক্রমণ, সীমালঙ্ঘন আর রক্তারক্তি করা ইত্যাদি পছন্দ করতো। তাই এরা উপত্যকার শান্ত ও ভদ্র প্রাণীদের সাথে একাত্মতা ও সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে দিল। সেখানে হত্যা আর রক্তের বন্যা বহাতে শুরু করল। যার কারণে উপত্যকার শান্তশিষ্ট ভদ্র প্রাণীগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অন্যের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরামর্শ আর সহযোগিতার মাধ্যমে ওদের প্রতিশোধ ও প্রতিহত করার পরিবর্তে প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করল। এরা গাছের ডালের ফাঁকে, লতাপাতার ঝোপঝাড়ে আর শক্ত পাথরের চাকার অন্ধকার গর্তে আত্মগোপন করলো। অনেকেই সবুজ হরিৎ উপত্যকাকে বিসর্জন দিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার জন্য পালিয়ে যেতে শুরু করল। যাতে সেই হিংস্র প্রাণীর কালো থাবা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

এভাবে আত্মগোপনের বন্দিশালায় দিনের পর দিন, সময়ের পর সময় ও কালের পর কাল অতিবাহিত হতে লাগল। ছোট ছোট প্রাণী আর শাবক বাচ্চাগুলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতরাতে কাতরাতে অনায়াসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অনেক প্রাণী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ প্রায়, যারা বেঁচে থাকল তারাও অনাহারে জীর্ণশীর্ণ কংকালে পরিণত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের অতীতের সুখী জীবনের স্মরণ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত সুখ, শান্তি ও নিরাপদ জীবনের কথা ও স্মৃতি স্মরণ করত আর কাঁদত। কিভাবে তারা গম, ভুট্টা ও যব আর দানাদার শস্য দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করত। তরু তাজা লতাপতা আর ঘাসগুলো চিবিয়ে খেত। আপেল, আংগুর, ডুমুর, ডালিম, আখ, কমলা, আর নানা ধরনের সুস্বাদু ফলের রস, জাম হালওয়া, আর পায়েশসহ নানা রকমারী মজাদার সুমিষ্ট ও সুগন্ধি খাবারের ব্যবস্থা করত। যার স্বাদ আজও তাদের জিহ্বা ও মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে। মিষ্টি পানির ঝর্ণাধারা থেকে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে আরামের ঘুম ঘুমাত। এ সকল অতীত ঐহিত্য আর স্মৃতি স্মরণ করে চোখের জলে বন্যা ভাসিয়ে আফসোস আর আহাজারী করতে লাগল। তাদের সুখ-শান্তি নিরাপদ জীবনকে সেই পাহাড়ের পাদদেশ আর সমুদ্র উপকূল থেকে আগত হিংস্র প্রাণীরা হরণ করে নিল। বাঘ-সিংহ, চিতা-কেশরীসহ সকল প্রকার হিংস্র প্রাণী ধারালো নখর আর ধ্বংসাত্মক দাঁত দিয়ে তাদের ওপর জুলুম ও নির্যাতন চালাত। হত্যার মাধ্যমে রক্তের বন্যা বহানো এমন কি ছোট একটি হিংস্র প্রাণী ইঁদুর ও মুষিক পর্যন্ত তাদের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাইনি। তারা তাদের লুকিয়ে রাখা খাবার-দাবারগুলো ময়লা আবর্জনা দিয়ে নষ্ট করে ফেলে আর সুযোগ পেলে চুরি করে নিয়ে যায়।

এভাবেই উপত্যকায় শান্তশিষ্ট ভদ্র প্রাণীগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সংখ্যায় কমে গেল আর যারা বেঁচে থাকল তারা জীর্ণশীর্ণ আর দুর্বল হয়ে নিঝুম নির্জন গর্তে আর পাথরের আড়ালে পিপাসার্ত ক্ষুধার্থ আর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করতে লাগল।

॥ ২ ॥

পেঁচা মোগরকে মুক্তকরণ

প্রিয় পাঠক, হঠাৎ একদিন উপত্যকায় একটি কল্যাণকর ঘটনা ঘটে গেল। যে ঘটনাটি গোটা উপত্যকা তথা উপত্যকার ভীত সন্ত্রস্ত শান্তশিষ্ট প্রাণীদের অবস্থা পরিবর্তনের সূচনা করে দিল। সুপ্রিয় পাঠক! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। যার সূচনা হয়েছিল ছোট ও তুচ্ছ আকারে কিন্তু শেষ হয়েছিল অত্যন্ত বৃহৎ ও ফলপ্রসূ হিসেবে। উপত্যকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটিও তেমনি ছিল।

অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় দুষ্ট ও চালাক খেকশেয়ালও সেই উপত্যকায় উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল। একদিন সে তার পূর্বঅভ্যাস অনুযায়ী শিকারের অন্বেষণে বের হল এবং শান্তশিষ্ট সুস্বাদু শিকার খুঁজতে লাগল। এমন সময় যখন সে পাথরের ফাঁকে একটি সুন্দর লাল রঙের মোরগের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল তখন সে একটি সুযোগের সন্ধান করতে লাগল যাতে সে মোরগটির ওপর আক্রমণ করতে পারে, তার প্রিয় শিকারে পরিণত করে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত করে খেয়ে ফেলতে পারে। এমতাবস্থায় উপত্যকার নিশাচর শান্তপ্রাণী পেঁচার দৃষ্টি পড়ে কুচক্রি শিয়ালের ওপর। পেঁচা তখন শিয়ালের ফন্দি বুঝতে পেরে সে তার কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। পেঁচার কুৎসিত চিৎকারে মোরগের ঘুম ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ সে দেখতে পেল শিয়াল তার আশ্রয়স্থলের নিকটেই চলে আসছে। মোরগ তখন সজোরে উড়াল দিয়ে উঁচু গাছের ডালে চড়ে বসল এবং কোনমতে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। এভাবে নিশাচর পেঁচার অনুগ্রহে ও তার ভয়ানক কর্কশ চিৎকারে মোরগ শিয়ালের আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচলো।

পরের দিন প্রত্যুষে সূর্য উদয়ের আগেই মোরগ তার মুরগিদের নিয়ে ওই উঁচু গাছের ডালে চলে গেল, যে গাছে নিশাচর পেঁচা বাস করত। পেঁচা তখনো সেখানে জাগ্রত অবস্থায় অবস্থান করছিল। কারণ পেঁচা সাধারণত রাতে না ঘুমিয়ে দিনে ঘুমায়। সে সারারাত জাগ্রত থেকে উপত্যকায় বসবাসরত শান্তশিষ্ট, ভদ্র ও দুর্বল প্রাণীদের পাহারা এবং তাদেরকে উড়ে এসে জুড়ে বসা হিংস্র ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণ থেকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করে দেয়। কারণ একদিকে যেমন উপত্যকায় শান্ত প্রাণীগুলো রাতে ঘুমাতে যায়, অপরদিকে কিছুসংখ্যক হিংস্র প্রাণী নিশিবেলায় তাদের নিজ নিজ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়। যখনই তারা সুযোগ পায় তখন শান্ত প্রাণীদের ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে তাদেরকে সুস্বাদু আহারে পরিণত করে। এদিকে পেঁচা যখনই হিংস্র প্রাণীকে শান্ত প্রাণীর আশ্রয়স্থলের নিকটবর্তী

হতে দেখে বা আক্রমণ করার উপক্রম হতে দেখে, তখন সে তার কর্কশ কণ্ঠে সজোরে চিৎকার করে শান্তশিষ্ট দুর্বল ঘুমন্ত প্রাণীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়। আর শান্তপ্রাণীগুলো যখনই পেঁচার চিৎকার ও ভয়ানক সতর্কবাণী শুনতে পায়, তখনই তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। আর যদি কোন কারণবশত পেঁচার চিৎকার ও সতর্কবাণী শুনতে না পায় বা শুনেও গুরুত্ব না দেয় তখন তারা হিংস্র প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়। আর শিকারী প্রাণীরা তাদের ধরে চিড়ে ফেড়ে মজাদার খাদ্যে পরিণত করে।

পরদিন প্রত্যুষে মোরগ তার মুরগিদের নিয়ে পেঁচার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাতে তার নীড়ে চলে আসে। কারণ পেঁচার কর্কশ কণ্ঠ ও সতর্কবাণীর কারণেই তারা গত রাতে শিয়ালের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই মোরগ তার মুরগিদের নিয়ে পেঁচাকে ধন্যবাদ জানাল এবং তার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং তার প্রতি অনুরোধ ও আশা প্রকাশ করল, সে যেন এভাবেই মোরগ মুরগি ও বনের অন্যান্য দুর্বল প্রাণীদের তার কর্কশ ও ভয়ানক আওয়াজের মাধ্যমে সতর্ক করে ও তাদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। কারণ মোরগ মুরগির মতো অন্যান্য দুর্বল প্রাণীরা তার এ সতর্কবাণীর প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী। এ চিৎকারেই তারা তাদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হতে পারে।

এ বলে মোরগ মুরগিদের প্রতি মনোনিবেশ করল এবং তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করল। আর পেঁচা নিরবে শুনতে থাকল। মোরগ তখন মুরগিদের বলতে লাগল, হে আমার প্রিয় মুরগি সকল! তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, উপত্যকার হিংস্র প্রাণীগুলো পক্ষীকূলের বিশেষভাবে পেঁচা সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং রাতের বেলা পেঁচার কণ্ঠ সম্পর্কে অশুভ লক্ষণ, দুর্ভাগ্য, মন্দ ও বিপদজ্জনক ইত্যাদি খারাপ মন্তব্য করে। আমাদের তথা উপত্যকার শান্ত দুর্বল প্রাণীদেরকে পেঁচার কাছে যেতে মানা করে, পেঁচার কণ্ঠের প্রতি কর্ণপাত করতে নিষেধ করে। তার একমাত্র সঠিক কারণ হচ্ছে- আমাদের দত্তক পেঁচার সারারাত জেগে থাকা কষ্ট, ধৈর্য ও ক্লান্তির বিনিময়ে সাহায্য-সহযোগিতা ও সতর্কবাণী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, যাতে সহজেই আমাদেরকে তাদের কুচক্রি ফন্দির মাধ্যমে শিকারে পরিণত করতে পারে। আমার আদরের মুরগি সকল। মনে রেখ প্রকৃতপক্ষে পেঁচার কুৎসিত কণ্ঠ অশুভ, দুর্ভাগ্য আর মন্দের লক্ষণ নয় বরং সেটি হচ্ছে- আমাদের জন্য সেই হিংস্র প্রাণীর নির্মম আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় মাত্র। সেটি আমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্কবাণী মাত্র।

তারপর মোরগ আবার পেঁচার প্রতি মনোনিবেশ করে বলল, আমার স্নেহের বোন! তোমরা আমাদের জন্য যতই ভালো উপকার কর না কেন আমরা আমাদের

দুশমনদের কাছ থেকে মিথ্যা আর খারাপ মন্তব্য ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না। তারা আমাদেরকে সব সময়ই বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্নতা আর বিপদ ও অনিষ্টের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করে । সুতরাং আজ থেকে তারা যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করুক না কেন, আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করব না, তাদের ওপর আস্থা রাখব না। আমাদের সরলতা আর গাফিলতির কারণে তাদের মিষ্টি কথা আর অনুগ্রহের ছলনায় তাদের ধোঁকা আর প্রতারণার শিকার হব না।

এ সময় মুরগি বলল, হে আমার আদরের বোন পেঁচা! আজ থেকে আমরা আর প্রতারণার শিকার হব না। আজ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি সত্য কোনটি আর মিথ্যা কোনটি। বন্ধু কে আর শত্রু কে, কার কথা শুনব, মানব ও বিশ্বাস করব। আর কার কথা অবিশ্বাস ও পরিত্যাগ করব। আমরা উপত্যকার সকল দুর্বল ও শান্ত শিষ্ট প্রাণীসমূহ তোমার সাথে ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। রাতের বেলা তোমার সতর্কবাণীর প্রতি সচেতন থাকব। আমাদের হিংস্র দুষ্ট প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার রাত্রি জাগরণের কষ্ট ও ক্লেশের প্রতি চির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব।

নিশাচর পেঁচা মোরগ-মুরগির কথাগুলো, তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইত্যাদি শ্রবণ করে মোরগ-মুরগির প্রতি অত্যন্ত আনন্দ ও প্রফুল্লচিত্তে তার মনোভাব ব্যক্ত করল যে, উপত্যকার হিংস্র ও দুষ্ট প্রাণীগুলোর অনিষ্ট ও আক্রমণ থেকে তাদের প্রাণ বাঁচাতে যতই কষ্টের বিনিময়ে হউক না কেন তার সাধ্যানুযায়ী সারারাত জাগ্রত থেকে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মোরগ ও মুরগির সাথে কথা বলার ফাঁকে নিশাচর পেঁচা তাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত ইতিহাস স্মরণ করল, কিভাবে তারা উপত্যকার দানাদার আর শস্য বীচি দিয়ে মজাদার সুস্বাদু খাবার তৈরি করত। কিভাবে তারা উপত্যকায় চাষাবাদ করত আর ফলমূল দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করে আনন্দ উল্লাসের সাথে তা ভক্ষণ করত। কেউ তাদের খাবারে ভাগ বসাত না, হিংস্র প্রাণীর উপনিবেশের আগ পর্যন্ত কেউ তাদের ওপর আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘন করত না। কিন্তু আজ সেই হিংস্র প্রাণীগুলো তাদের ঐক্য সংহতি, আরাম-আয়েশ শান্তি নিরাপত্তা সবকিছু বিনষ্ট করে তাদেরকে ভয়-ভীতি আর বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার জীবনে পতিত করেছে।

নিশাচর পেঁচা আরো আশা করল, অচিরেই তারা আবার তাদের হারানো ঐতিহ্য আর সুখি-সুন্দর জীবনে ফিরে যেতে পারবে এবং এ বিশাল উপত্যকার সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরে আনতে সক্ষম হবে।